ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ শিক্ষার্থীদের জন্য এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ

তদবীর জগতের গোপন এলেম

সংকলনে:
বিশিষ্ট মুদাব্বির ও চিকিৎসক
মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী
প্রিন্সিপাল,শামছুল উলুম হাফেজিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা
দুর্গাপুর বোয়ালমারী ফরিদপুর।

সম্পাদনায়
মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী
প্রিন্সিপাল,শামছুল উলুম হাফেজিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা
দুর্গাপুর বোয়ালমারী ফরিদপুর

ভূমিকা 5
একটি ঘটনা হুজুরের মুখ থেকে শুনা 5
প্রথম অধ্যায় 6
জিন বিষয় 6
কোন শহর বা বাড়ি থেকে জিনকে তাড়িয়ে দেওয়ার আমল 6
যে কোন মানুষের উপর জিন চালান দেওয়ার তদবীর 7
শত্রুর উপর জিন চালান করে 7
দেওয়ার তদবীর 7
ইসমে আজম এর নকশা যার দ্বারা জিন ও মানুষ 7
সবাইকে নিজের সামনে নত করানো যায় 7
দ্বিতীয় অধ্যায় 8
শত্রুর বিষয় 8
শত্রুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধানোর তদবীর 8
কাউকে ধ্বংশ করে দেওয়া 8
বা কোন মানুষ বা মহিলাকে বশ করার তদবীর 8
শত্রুকে আজীবনের জন্য অসুস্থ্য করে রাখার তদবীর 9
শত্রুকে মেরে ফেলার তদবীর 9
শত্রুর বাড়ি ধ্বংশ করে দেওয়ার তদবীর 9
কোন মহিলার হায়েয শত্রুতা করে চালু করে দেওয়ার তদবীর 9
কাউকে ৩৮ দিনের জন্য পাগল করে রাখার উপায় 9
শত্রুদের ছিন্ন ভিন্ন করার উপায় 10
দুই ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করার আমল 10
দুই ব্যক্তির মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করার আরো একটি তদবীর 10
শত্রুতা সৃষ্টির শক্তিশালি তদবীর 10
পেশাব বন্ধ করে দেওয়ার আমল 10
শত্রুর উপর দেওয়াল চাপা দেওয়ার তদবীর 11
শত্রুর চোখে ব্যথা দেওয়ার তদবীর 11
কোন ঘরকে বিরান করে দেওয়ার ও 12

শত্রুদের একজনকে আরেকজন থেকে আলাদা করার তদবীর....12
শত্রুকে দূর্বল বানানোর তদবীর....12
তর্কে বিজয় হওয়ার তদবীর....12
শত্রুকে অসুস্থ করার তদবীর....12
শত্রুকে ধ্বংশ করে দেওয়ার তদবীর....13
শত্রুর সাথে শক্তিতে যদি না পারেন তাহলে যা করবেন....14
জালেমকে ধ্বংশ করার তদবীর....14
যে কাউকে অসুস্থ্য করে রাখার তদবীর....14
তৃতীয় অধ্যায়....14
স্বামী-স্ত্রী ও মেয়েদের বিষয়....14
যে স্ত্রী রাগ করে বার বার পিতার বাড়ি চলে যায়....15
আর যেতে না পারার তদবীর....15
কোন নারীকে আপনার প্রেমে আসক্ত করার তদবীর....15
স্ত্রীকে নিজের প্রেমে পাগল করার তদবীর....15
অন্য কারো সাথে সহবাস থেকে স্ত্রীকে বিরত রাখার তদবীর....15
যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে এই মেয়ে আপনাকে....16
ব্যতিত অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবে না....16
যে কোন নারীকে সহবাস থেকে বিরত রাখার তদবীর....16
আপনি ব্যতিত অন্য কারো সাথে....16
স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত না হতে পারার তদবীর....16
সারা দিন মহিলা কি করেছে তা জানার উপায়....16
যে কোন মহিলাকে বশ করার উপায়....17
কারো ভালোবাসা পেতে হলে করণীয়....17
ঝগড়াটে মহিলাকে বশ করার উপায়....17
স্ত্রীকে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়া থেকে বাচানোর উপায়....17
স্ত্রীকে বশ করার সহজ উপায়....17
বিবাহিতা স্ত্রী যদি অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে....17
যে কোন মেয়েকে বশ করার উপায়....18
মহিলাদের মনের খবর জানার উপায়....18
যে স্ত্রী স্বামীর বাড়ি থেকে চলে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনার উপায়....18
স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়ার উপায়....18

যে কোন মহিলার মাসিক রোগ সৃষ্টি করার উপায়.......... 18
যে কোন মহিলার মনের খবর জানার উপায় 18
যে কোন মেয়েকে মুহাব্বতে পাগল করার তদবীর.......... 18
যে কোন মহিলার মাসিক আজীবনের জন্য চালু করে দেওয়া তদবীর 19
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করার তদবীর.......... 19
যে কাউকে বন্ধু বানানোর উপায়.......... 19
যে কারো ভালোবাসা পাওয়ার উপায়.......... 19
যে কোন নারীর আজীবনের জন্য বিবাহ বন্ধ করে দেওয়ার তদবীর 20
চতুর্থ অধ্যায় 20
ঘুম বন্ধ করার বিষয়.......... 20
যে কোন ব্যক্তির ঘুম বন্ধ করে দেওয়ার তদবীর 20
তদবীরের কারণে কারো ঘুম বন্ধ হলে তদবীর 20
কারো ঘুম কেড়ে নেওয়ার উপায় 20
যে কারো ঘুম বন্ধ করে দেওয়ার তদবীর.......... 20
ঘুম বন্ধ করার আরো একটি তদবীর 21
ঘুম বন্ধ করার আরেকটি তদবীর 21
যে কাউকে বিভিন্ন ভয়ানক স্বপ্ন দেখানোর উপায়.......... 21
পঞ্চম অধ্যায় 22
বিভিন্ন বিষয় 22
চোরকে শাস্তি দেওয়ার তদবীর.......... 22
উটের শরীরের কীট দিয়ে কি করা যায় 22
খরগোসের মগজ খেলে কি হয় 22
কোন পরিবারের মধ্যে ঝগড়া লাগানোর উপায় 23
যৌনশক্তি বৃদ্ধি করার উপায় 23
যে কোন পরিবারে ঝগড়া লাগানোর উপায়.......... 23
নৌকা-জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার তদবীর 23
শেষ কথা 23

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَارْسَلَ لَهُمُ الْقُرْاٰنَ وَمَنَعَهُمْ مِنَ الْحَرَامِ وَ خَلَقَ الْجِنَّ الشَّرَّ وَالشَّيْطَانَ لِاِمْتِحَانِ الْإِنْسَانِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

তদবীর জগতে কাজ করতে বহু কিছুর প্রয়োজন হয়, তাই আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে, অনে মানুষের এমন এমন বিপদে আছে যে, তাকে আমরা স্বাভাবিক তদবীর দিয়ে কোন উপকার করতে পারতেছিনা। বার বার তদবীর দিচ্ছি তাও তাদের পেরেশানি দূর হচ্ছে না। তাই আমি বড় বড় আকাবিরদের তদবীরের কিতাব অধ্যায়ন করা শুরু করলাম যে, তারা এ বিষয়ে কিতাবে কি লিখেছে। কিতাব পড়তে পড়তে ইমাম গাজ্জালি (র.) এর লিখিত একটি কিতাব আমার নজরে আসলো যার নাম হলো আল- আওফাক, কিতাবটি পড়া শুরু করলাম করতে করতে দেখলাম যে তিনি মেয়েদের বিবাহ বন্ধ করার তদবীর, শত্রুর উপর জিন চালান করার তদবীর, মানুষকে মেরে ফেলার তদবীর, আরো বহু তদবীর নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিষয়টা নিয়ে মনের মধ্যে খটকা লাগলো যে, এতো বড় আলেম তিনি মানুষকে মেরে ফেলার তদবীর লিখলেন? এভাবে বিষয়টা মনের মধ্যে থাকে। এক দিন হঠাৎ আমার সব থেকে প্রিয় উস্তাদ জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা টুঙ্গীপাড়া গোপালগঞ্জ এর মুহাদ্দিস মাওলানা মরতুজা সাহেব (দা.বা.) আমাকে তার বাঁচ্চা অসুস্থ হওয়ার কারণে কল করে, আমি সাথে সাথে হুজুরের বাড়িতে যাই, তদবীর লেখার মাঝে বিষয়টা নিয়ে হুজুরের সাথে আলোচনা করি। ফলে হুজুর বলেন যে, অনেক সময় জালেমকে দমন করার জন্য এগুলোর প্রয়োজন হয়। তবে এটাতো সবাই জানা জরুরী না বিশেষ বিশেষ লোক এর জ্ঞান অর্জন করবে। এরপর তিনি আমাকে একটা ঘটনা শুনালেন।

একটি ঘটনা হুজুরের মুখ থেকে শুনা

হুজুর বলেন, আমার পিতাজান আমাদেরকে একটা ঘটনা শুনিয়েছিলেন, ঘটনাটা হলো, এক ব্যক্তি এসমে আজম জানতো তার কাছে এক ছাত্র যায় এসমে আজম শিখার জন্য , সে গিয়ে তাকে বলে

যে, আমি আপনার কাছে এসমে আজম শিখার জন্য এসেছি। সে বলল ঠিক আছে থাকো শিখানো হবে,সে অকেন দিন ধরে হুজুরের কাছে থাকতেছে, একদিন তাকে নিয়ে হুজুর বাজারের দিকে যাচ্ছেন রাস্তায় গিয়ে দেখেন যে, এক জালেম এক জন ভদ্র মানুষকে বিনা দোষে মেরে রক্তাক্ত করে ফেলেছে। এখন ঐ ছাত্র হুজুরকে বলতেছে যে, হুজুর দেখেন এই লোকটাকে বিনা অপরাদে কিভাবে মারতেছে, যদি আমার এসমে আজম জানা থাকতো তাহলে ঐ জালেমকে শেষ করে দিতাম। এবার হুজুর বললেন যে, তুমি বাড়ি যাও তোমাকে এসমে আজম শিখানো হবে না। সে বলল হুজুর কেনো? আমি কি অপরাদ করেছি? হুজুর বললেন, যে লোকটিকে তুমি মার খেতে দেখেছো তার কাছ থেকে আমি এসমে আজম শিখেছি। তুমি এসমে আজম জানলে তো দুনিয়া ধ্বংশ করে ফেলবা।

যা হোক, যেটা আমার হুজুরের আলোচনা দ্বারা বুজে আসছে, তাহলো সব এলেম সবার জন্য না কিন্তু এরুপ এলেম কিছু লোকের কাছে তো থাকা দরকার, যারা মানুষ একে বারে নিরুপায় হলে তাকে যাতে সহযোগীতা করতে পারে।

কিন্তু তদবীর বিষয়ে মাসয়ালা গবেষণা করে আমার কাছে মনে হয়েছে যে, এই বইতে যে তদবীর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার অধিকাংশ নাজায়েয তবে কুফরীর অন্তরভুক্ত না। কারণ হলো যাদু যদি এমন কিছু দিয়ে করা হয় যার মধ্যে কুফরী বাক্য নাই তাহলে তো কুফরী হবে না ঠিক কিন্তু গোনাহ হবে। আর একটি মাসয়ালা হলো যদি কুরআনের আয়াত দ্বারাও তদবীর করা হয় আর তা যদি নাজায়েয উদ্দেশ্যর জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা নাজায়েয হয়ে যায়। তাই ঔষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি বিজ্ঞ ডাক্তার মনে করে যে, এই রোগ হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করলে দূর হবে, তাহলে যে হারাম জিনিস প্রয়োগ করতে পারবে। এদিকে লক্ষ্য রেখে আমি এই তদবীরগুলো জমা করেছি যদি কখনো কেউ একেবারে নিরুপায় হয়ে যায়, তাহলে এই তদবীরগুলো প্রয়োগ করতে পারবে। তারপরেও এই তদবীরগুলো প্রয়োগ করার পূর্বে বিজ্ঞ মুফতী সাহেবের সাথে আলোচনা করে নিবে।

প্রথম অধ্যায়

জিন বিষয়

কোন শহর বা বাড়ি থেকে জিনকে তাড়িয়ে দেওয়ার আমল

ভেড়ার চামড়ার উপর নিম্নের তদবীরটি লিখে শহরের কোন প্রধান স্থানে বা কোন ঘরে পুতে রাখলে, জিন ঐ শহর বা বাড়ি থেকে চলে যেতে বাধ্য হবে। তদবীরটি এইঃ

و ح و ح و ح و ح و ح بز ح ح ك و و و * ١١١م 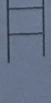 ١١١١هى

যে কোন মানুষের উপর জিন চালান দেওয়ার তদবীর

যে কোন মানুষের উপর ইদুরের ন্যায় জিন চালান করে দেওয়ার জন্য নিম্নের তদবীরটি যে কোন চামড়ার উপর লিখে মাদুলীতে ভরে চুলার মধ্যে পুতে রাখবে। তবে তদবীরের নিচে ব্যক্তির নাম ও তার পিতার নাম লিখবে। তদবীরটি এইঃ

ع ع ع ع ع ۹۹ ع ع ۲۳۰۲ ح ح ح ۷ ۹۱۹ ل ل ۹۱ لم

ح

শত্রুর উপর জিন চালান করে

দেওয়ার তদবীর

যদি শত্রু একেবারে খারাপ হয়, অত্যাচার জুলুম করতেই থাকে। তাহলে নিরুপায় হলে, নিম্নের তদবীরের মাধ্যমে শত্রুর উপর জিন চালান করে দিতে পারেন। মোম দ্বারা মানুষের আকৃতির ন্যায় বানাবেন, তার উপর নিম্নের নকশাটি লিখে জুমআর দিনে মসজিদে পুতে রাখবেন। আশা করা যায় শত্রুর উপর জিন ভর হয়ে যাবে। নকশাটি এইঃ

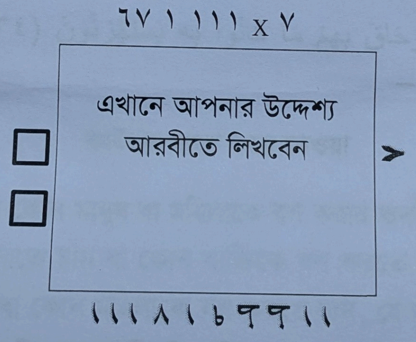

ইসমে আজম এর নকশা যার দ্বারা জিন ও মানুষ

সবাইকে নিজের সামনে নত করানো যায়

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বলেন যে, এই ইসমে আজম এর নকশা হজরত সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ.) এর টুপিতে লেখা ছিলো। যে ব্যক্তি এটা লিখে ডান হাতে বা পাগড়ীর সাথে ব্যবহার করবে। তার কাছে সমস্ত জিন ও মানুষ নত হয়ে যাবে । এইরুপ ইসমে আজম এর নকশা আর দুনিয়ার মধ্যে নাই। নকশাটি এইঃ

٣٩ ط ٨ م ١٨ ١١ ٢٢ ١٣

كح ای اك

دح سر الله

٢٤٢

দ্বিতীয় অধ্যায়

শত্রুর বিষয়

শত্রুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধানোর তদবীর

নিম্নের তদবীরটি লিখে যে কোন এক শত্রুর দেওয়ালে লাগিয়ে রাখলে, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হবে এবং কখনও তারা আর একত্রিত হতে পারবে না। তদবীরটি এইঃ

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٤) واذا علقوا على شجرة سقطت ثمرها الا ما شاء الله –

কাউকে ধ্বংশ করে দেওয়া

বা কোন মানুষ বা মহিলাকে বশ করার তদবীর

যদি আপনি কাউকে ধ্বংশ করতে চান বা কোন ব্যক্তিকে বশ করতে চান যে, তার কাছে আপনি যা চাবেন সে তা দিয়ে দিবে অথবা কোন মহিলাকে বশ করতে চান, যে আপনাকে ব্যতিত আর কাউকে মুহাব্বত করবে না। সেক্ষেত্রে নিম্নের তদবীরটি দুটি কাগজে সাধা পাখির রক্ত দ্বারা লিখে একটি ঐ ব্যক্তির ঘরের দরজার সামনে পুতে রাখবে আর একটি জুমআর দিনে জোহরের প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে পুতে রাখবে। তাহলে আপনি সফল হবেন। তদবীরটি এইঃ

٣ ١١١١١١١١١ ٩١٩

هلاس محلللللمه مح————————ره صح ——حوا سطلعه لصل رهج احی ا——عد

كط————————————————be————————ه————————————————

اللهم اجعل و الف المحبة والمودة والعطفة بين فلان ابن فلانة بالليل والنهار ويعطيك كل ما اردت فلان ابن فلان او فلانة بنت فلان من المال او المهر او البيوت والفها حتى لا تقطع المحبة ابدا ابدا

শত্রুকে আজীবনের জন্য অসুস্থ্য করে রাখার তদবীর

শত্রু যদি অত্যাচারি হয়, তার অত্যাচারে যদি মানুষ অতিষ্ট হয়ে যায় তাহলে একটা সুমুদ্রের মাছ ধরতে হবে তারপর শত্রুর যেস্থানে পা পড়েছে সে স্থানের মাটি ও তার থুথু এবং তার পরিহিত কাপড় জমা করে সব কিছু কাপড়েরর মধ্যে রেখে এক জাগা রেখে দিবে। তার পরে ঐ মাটি অল্প অল্প করে মাছের মুখে দিবে যাতে তা মাছের পেটে চলে যায় এরপর সে মাছ নদীতে ছেড়ে দিবে আপনার কাজ শেষ এবার শত্রু অসুস্থ্য হয়ে যাবে ফলে আর কোন চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ্য হবে না।

শত্রুকে মেরে ফেলার তদবীর

আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে, আপনার শত্রু মারা যাক বা একে বারে দূর্বল হয়ে যাক তাহলে, ৭ দিন তার পিছনে সূরা মূলক পাঠ করলে শত্রু মারা যাবে বা একেবারে দূর্বল হয়ে যাবে।

শত্রুর বাড়ি ধ্বংশ করে দেওয়ার তদবীর

যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে, শত্রুর বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাক তাহলে নিম্নের নকশাটি লিখে শত্রুর বাড়িতে দাফন করে দিবেন তার বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে। তদবীরটি এইঃ

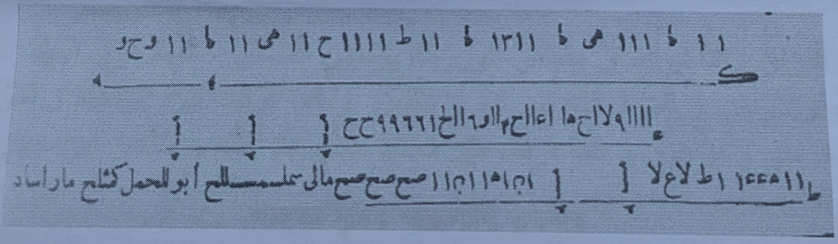

কোন মহিলার হায়ায শত্রুতা করে চালু করে দেওয়ার তদবীর

আপনি যদি ইচ্ছা করেন কোন মহিলার মেন্স শত্রুতা করে চালু করে দেওয়ার জন্য তাহলে নিম্নের তদবীরটি আপনার হাতের তালুতে লিখে ঐ মহিলাকে দেখানোর চেষ্টা করুণ যখন সে দেখবে সাথে সাথে তার হায়ায চালু হয়ে যাবে। তদবীরটি এইঃ

ويضربها لحه حه حه ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١

কাউকে ৩৮ দিনের জন্য পাগল করে রাখার উপায়

একটি ছুঁচো ১৫০০ গ্রাম পানিতে ডবিয়ে সে পানি কাউকে পান করানোর পরে কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করলে সে ৩৮ দিন পাগলের মতো শুধু কথা বলতেই থাকবে।

শত্রুদের ছিন্ন ভিন্ন করার উপায়

পিপিলিকার ডিম শুকিয়ে তা শত্রুদের বাড়িতে বা শত্রুরা যেখানে বসে সেখানে ছিটিয়ে দিলে তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।

দুই ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করার আমল

দুই ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করার জন্য এই আমলটি খুবই কার্যকারী। আপনি প্রত্যেক নামাযের পরে প্রথমে আপনি বিসমিল্লাহ ৫ বার পাঠ করবেন, তার পরে দশ বার নিম্নের আয়াত পাঠ করবেন। আয়াতটি এইঃ

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [المائدة/٦٤]

আমল শেষ হলে পাঠ করবে على بغض فلان بن فلان (আলা বুকদি ফুলান বিন ফুলান)

এভাবে ২১ দিন করলে ইনশাআল্লাহ তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

দুই ব্যক্তির মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করার আরো একটি তদবীর

শনিবার দিন দ্বিপহরের সময় রোদে বসে ১১ বার নিম্নের দুআটি পাঠ করে যাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির নিয়ত করবেন তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। দআটি এইঃ

وَ ظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقِ - اَللّٰهُمَّ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا كَمَا فَرَّقْتَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَ كَمَا فَرَّقْتَ بَيْنَ اٰدَمَ وَ اِبْلِيْسَ وَ كَمَا فَرَّقْتَ بَيْنَ اِبْرَاهِيْمَ وَ نَمْرُوْدَ وَ كَمَا فَرَّقْتَ بَيْنَ مُوْسَى وَ فِرْعَوْنَ وَ كَمَا فَرَّقْتَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَبِيْ جَهْلٍ

শত্রুতা সৃষ্টির শক্তিশালি তদবীর

ইন্দ্রায়নের একটি পাতার উপর ف (ফা) হরফটি ৭০ বার লিখে তা যার সাথে শত্রুতা করাতে ইচ্ছা তার ঘরে ফেলে দিবে, তাহলে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। হরফটি ঘর আকারের মধ্যে লিখবে। যেমনঃ

ف

পেশাব বন্ধ করে দেওয়ার আমল

যে কারো পেশাব বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সূরা কাউসার খুবই প্রভাব বিস্তার করে, সা'য়াতে মানহুছে নিম্নে যেভাবে দেখানো হয়েছে এভাবে একটা ডিমের উপর লিখে তা লাল কাপড় দ্বারা পেচিয়ে চুলার নিকটে গেড়ে রাখলে তা যার জন্য করা হচ্ছে তার পেশাব বন্ধ হয়ে যাবে। তবে ঐ ডিমের উপর যার

জন্য করবে তার ও তার মায়ের নাম লিখতে হবে। এক সপ্তাহ পরেও যদি ঐ ডিম না উঠানো হয় তাহলে সে মারা যাবে।

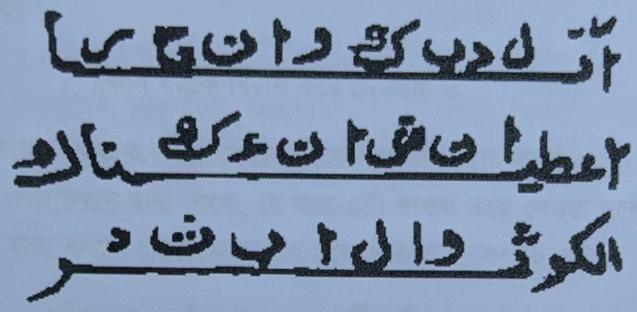

শত্রুর উপর দেওয়াল চাপা দেওয়ার তদবীর

এই তদবীরটি খুবই পরিক্ষিত, নিম্নের নকশাটি লিখে শত্রুর দেওয়ালে রেখে দিলে বা ঘরের বেড়ায় ঝুলিয়ে দিলে ঐ দেওয়াল ধ্বংশ হয়ে যাবে এবং জালেম মারা যাবে। আর তার লোকেরা পেরেশান হয়ে যাবে। তবে এই আমলে ফায়দা পাওয়ার জন্য এইটা রাখার পরে নিম্নের দুআটিও পড়তে হবে। নকশাটি এইঃ

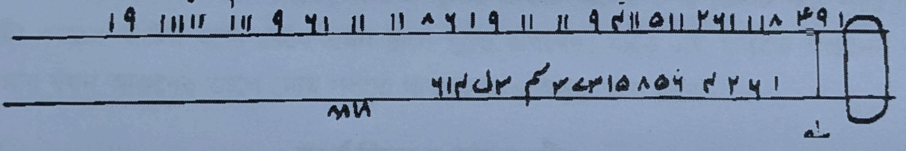

যে দুআটি পড়তে হবে সেটি এইঃ

توكل يا سربعر يا بريق ويا لحنش ديا الاراب الاحمر بانتقال فلان بن فلانة من هذا المكان بحق هذه الاسماء فاقطعوا
ما تومرون بعزة كريا روش مهلكيوش هلكموهيش مارش منلصاوش ارتعدت الملئكة من خيفته وطاعة
المخلوقات بعظمته طور هيا هيا نور اثا اهتزت الهاوب دكت الارض دمار و الاشدة و استقلت الطاعة اجب
يا احمر انت وقبائلك فاشيا علك واهل طاعتك بنور شعتوفيا قبار سمومل دمار عبطور هارها رگظ سليمور
هشكور ما مقطور مهطور هوا العجل الوا حا الساعة۔

শত্রুর চোখে ব্যথা দেওয়ার তদবীর

যদি আপনি আপনার শত্রুর চোখে ব্যথা সৃষ্টি করতে চান, তাহলে মোম দিয়ে একটা মূর্তি বানাতে হবে চেষ্টা করবেন, যে আপনার শত্রু তার আকৃতি বানাতে। এর পর দুটি কাটা দিয়ে তার দুটি চোখ

ফোটা করে দিবে। এবার এটি একটি কালো পাত্রে রেখে আগুনে তাপ দিবে, তাতে গরম পানি দিয়ে ঐ পাত্রটি চুলার পাশে গেড়ে রাখবে। যে চুলায় প্রতিদিন আগুন জ্বালানো হয়। এটা করার সাথে সাথে তার চোখে ব্যথা শুরু হয়ে যাবে। আর যখন তাকে সুস্থ্য করতে চান তখন এটা উঠিয়ে পানিতে ফেলে দিলে সে ভালো হয়ে যাবে।

কোন ঘরকে বিরান করে দেওয়ার ও
শত্রুদের একজনকে আরেকজন থেকে আলাদা করার তদবীর

নিম্নের নকশাটি মেশক ও জাফরান দ্বারা লিখে, যে ঘরে এটা দাফন করে দেওয়া হবে সে ঘর বিরান হয়ে যাবে এবং সে ঘরে যারা বসবে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হতে থাকবে। নকশাটি এইঃ

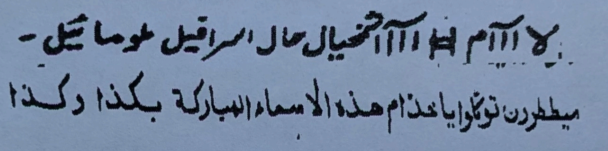

শত্রুকে দূর্বল বানানোর তদবীর

যদি কোন শত্রু আপনার উপর অত্যাচার করে আর আপনি দূর্বল হওয়ার কারণে তার থেকে বদলা নিতে পারেন না। তাহলে আপনার জন্য করণীয় হলো মোমের একটা মূর্তি বানাবেন, তার উপর ঐ শত্রুর নাম ও তার মায়ের নাম লিখবেন আর ঐ মূর্তির প্রতিটি অঙ্গের উপর তিনটি করে লাঠি দিয়ে তা একটা কাঠের খাটের মধ্যে রেখে এমন স্থানে পুতে রাখবেন, যাতে এই মূর্তিতে আগুনের তাপ লাগে। আর যখন আগুনের তাপে মোম গলতে থাকবে সেও অসুস্থ্য হয়ে যাবে।

তর্কে বিজয় হওয়ার তদবীর

আপনি যখন কারো সাথে কোন বিষয় তর্কে লিপ্ত হতে যাবেন তখন যদি আপনি চান যে, এই তর্কে আপনি বিজয় হবেন তাহলে নিম্নের হরফগুলো আপনার বৃদ্ধাঙ্গুলির পিঠের উপর লিখে তার পাশে গিয়ে বসবেন। সে যখন কোন বিষয় কথা বলতে যাবে তখন আপনি আপনার বৃদ্ধাঙ্গুলটি চেপে ধরবেন। তাহলে তার নফস ছোট হয়ে যাবে আর সে তার মনের কথা বলতে পারবে না। হরফগুলো এইঃ

ا ح ه ز ط

শত্রুকে অসুস্থ করার তদবীর

মঙ্গলবার দিনের প্রথম ঘন্টায় নিম্নের হরফগুলো লিখবেন যাকে অসুস্থ করতে চান তার নামের উপর। তবে লিখতে হবে লাল কাগজের উপর, এরপর সূরা হুমাজা পাঠ করে তাতে ফুঁক দিবেন। তারপর

তাতে ধুপের ধুয়া দিবেন। এবার আপনি যাকে অসুস্থ করতে চান তার একটি মূর্তি বানাবেন এবং তার নাম ও তার মায়ের নাম লিখে দিবেন। অতঃপর তার চেহারা কালো কালি দ্বারা কালো করে দিবেন। আর আওসাজ গাছের কাটা তার চেহারার মধ্যে ডুকিয়ে দিবেন তবে আওসাজ গাছ না পাওয়া গেলে বেল গাছের কাটা ডুকিয়ে দিবেন। এবার ৭ টি সুই নিবেন, যার মধ্যে ৬ টি হবে ছোট আর একটি হবে বড়। ছোট ৬ টি সুই দুই চোখে ২ টা, দুই কানে কানে দুইটা, দুই ঠোটে একটা, আর নাকে একটা ডুকিয়ে দিবেন। আর বড়টা মাথা দিয়ে ডুকাবে যেনো পেট দিয়ে বের হয়ে যায়। এবার এটা অন্ধকার কোন স্থানে রেখে দিবেন বা বিধর্মীদের কবরের মাঝে গেড়ে রাখবেন । তাহলে আপনার শত্রু অসুস্থ হয়ে যাবে। আওসাজ গাছ এইঃ

হরফগুলো এইঃ ج ه ز ط ।

শত্রুকে ধ্বংশ করে দেওয়ার তদবীর

নিম্নের হরফগুলো একটি রুটির টুকরার উপর লিখে তার উপর সূরা র'য়াদ ২৫ বার পাঠ করে তাতে ফুঁক দিয়ে তা পাঁচটি কুকুরকে খাওয়াবে। আর খাওয়ানোর সময় বলবে,

كُلُوْا لَحْمَ فُلَانَ بْنِ فُلَانَةٍ وَ مَزِّقُوْا جِلْدَهٗ

এতে সে মৃত্যু রোগে প্রতিত হবে।

যে স্ত্রী রাগ করে বার বার পিতার বাড়ি চলে যায়

আর যেতে না পারার তদবীর

নিম্নের তদবীরটি লিখে যে ঘরে স্ত্রী থাকে সে ঘরে দাফন করে তার উপর একটি ভারী পাথর দ্বারা চাপা দিয়ে রেখে দিবেন। আশা করা যায় আর স্ত্রী বাড়ি থেকে যেতে পারবে না। তদবীরটি এইঃ

اللهم حرست و وقيت و ربطت فلانة بنت فلان حتى لا تخرج من مكانها انه على رجعه لقادر
فماله من قوة ولا ناصر جئنا بكم لفيفا وقفوهم انهم مسئولون فلانة بنت فلان حتى لا تخرج من
بيتها و صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

١ ٢١ار ع ار – ٣ ١ ١٩

তবে তদবীরটি প্রয়োগ করার সময় অবশ্যই অযুসহকারে প্রয়োগ করতে হবে।

কোন নারীকে আপনার প্রেমে আসক্ত করার তদবীর

যে কোন নারীকে আপনার প্রেমে আসক্ত করার জন্য আপনার বাম হাত ও বাম পা ধৌত করে সে পানি তাকে খাওয়াবেন তাহলে সে আপনাকে পাগলের মতো ভালোবাসবে, আপনি তাকে যা বলবেন সে তাই করবে। ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন এটি পরিক্ষিত।

স্ত্রীকে নিজের প্রেমে পাগল করার তদবীর

যদি কোন স্ত্রী একেবারে অবাধ্য হয় স্বামীকে দেখতেই পারে না, দেখার সাথে সাথে আরেক দিকে চলে যায়। এমন স্ত্রীকে স্বামীর ভালোবাসায় ব্যাকুল করার উপায় হলো, মোটাতাজা পুরুষ ছাগলের পিত্ত পুরুষাঙ্গে মেখে স্ত্রী সহবাস করলে সে আপনার ভালোবাসায় ব্যাকুল হয়ে যাবে। তদ্রুপ ভাবে কাকের পিত্তও ব্যবহার করলে ফায়দা পাওয়া যাবে।

অন্য কারো সাথে সহবাস থেকে স্ত্রীকে বিরত রাখার তদবীর

যে সমস্ত লোক তার স্ত্রীকে রেখে প্রবাসে যাবে অথবা স্ত্রী যদি বদ চরিত্রের হয়, সে যাতে আর কারো সাথে সহবাসে লিপ্ত না হতে পারে তার জন্য এই তদবীরটি খুবই উপকারী। এই তদবীরটি সাদা মুরগীর রক্ত দ্বারা নিজের পুরুষাঙ্গের উপর লিখে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে সে আর আপনি ছাড়া কারো সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে পারবে না। তদবীরটি এইঃ

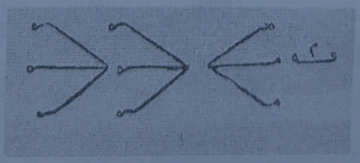

শত্রুর সাথে শক্তিতে যদি না পারেন তাহলে যা করবেন

যদি কোন শত্রু বার বার আপনাকে কষ্ট দিতে থাকে আর আপনি শক্তিতে তার সাথে না পারেন তাহলে আপনি কাল্পনিক ভাবে তার একটি মূর্তি মাটিতে আকবেন। তারপর সূরা মুজ্জাম্মিল ৪০ বার পাঠ করে তাতে ফুঁক দিবেন। তারপর একটা ছুরি নিয়ে দুই বার ঐ মূর্তিকে কাটবেন। তাহলেই আপনার দায়িত্ব শেষ। এর ফলাফল নিজ চোখে দেখতে পাবেন। তবে এটি করবেন রবিবারে।

জালেমকে ধ্বংশ করার তদবীর

যদি কোন জালেমের অত্যাচারের সিমা ছাড়িয়ে যায়, যার কারণে তার প্রতিবেশী ও গ্রামবাসি কষ্ট পেতে থাকে তাহলে আপনি সোমবারে মন থেকে আল্লাহ তা'য়ালার জন্য রোজা রাখবেন। ইশার নামায আদায় করে একটি ঘরের মাঝ খানে বসবেন যে স্থানে কোন মানুষ থাকবে না। এরপর দুই রাকাত নামায আদায় করে সূরা এখলাস ২০০ বার পাঠ করবেন। তারপর সূরা ফীল পাঠ করবেন শুরু থেকে تَرْمِيْهِمْ পর্যন্ত যখন তারমীহিম বাক্যে পৌছাবেন তখন তা ৩ বার পাঠ করবেন সূরা শেষ করা ব্যতিত। এভাবে ৭০ বার পাঠ করার পরে تَرْمِيْهِمْ থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবেন । এরপর ১০০ বার নিম্নের দুআটি পাঠ করবেন। এই আমল একাধারে ৩ রাত ধারাবাহিক ভাবে করবেন। আপনি এই আমলের ফলে শত্রুর বাড়ি ও তার মাঝে আশ্চার্য্য জিনিস দেখতে পাবেন। দুআটি এইঃ

اَللّٰهُمَّ ارْمِ فُلَانًا بِهَلَاكِكَ وَنَكَالِكَ وَقَهْرِكَ يَا شَدِيْدَ الْبَطْشِ يَا قَاهِرُ

যে কাউকে অসুস্থ্য করে রাখার তদবীর

যদি কাউকে আপনি অসুস্থ্য করে রাখতে ইচ্ছা করেন, তাহলে একটি পাকা কদুর একটি অংশ নিয়ে তাতে নিম্নের তদবীরটি লিখে তা চুলার নিকটে পুতে রাখবেন, তবে তদবীরের নিচে তার নাম লিখতে হবে। তাহলে সে ব্যক্তি অসুস্থ্য হয়ে যাবে। তদবীরটি এইঃ

ا ہ ط م و س ذ ا ہ ط م ف س ذا ا ہ ط م ف ش د ا هطمشد

তৃতীয় অধ্যায়

স্বামী-স্ত্রী ও মেয়েদের বিষয়

যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে এই মেয়ে আপনাকে ব্যতিত অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবে না

যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে, এই মেয়ে আমাকেই বিবাহ করবে আর কাউকে পারবে না। তাহলে আপনার হাতের তালুর উপর বা আপনি যাকে তাদের বাড়িতে আপনার বিবাহের পায়গাম নিয়ে পাঠাবেন তার হাতের তালুর উপর নিম্নের দুআটি লিখে আপনি নিজে বা ঐ ব্যক্তিকে পাঠাবেন। তাহলে ঐ মেয়ে আপনাকে ব্যতিত আর কাউকে বিবাহ করতে পারবে না। দুআটি এইঃ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي – وَهَيِّءْ لِيْ مِنْ اَمْرِيْ رُشْدًا-

যে কোন নারীকে সহবাস থেকে বিরত রাখার তদবীর

যে কোন নারীকে সহবাস থেকে বিরত রাখার জন্য নিম্নের তদবীর প্রয়োগ করবে। সে যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন নিম্নের আয়াতটি পাঠ করে তার লজ্জাস্থানের উপর ফুঁক দিবে। তাহলে সে আর সহবাসে লিপ্ত হতে পারবে না। আয়াতটি এইঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ [الأعراف/٤٠]

আপনি ব্যতিত অন্য কারো সাথে স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত না হতে পারার তদবীর

আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে, আপনার স্ত্রী আপনি ব্যতিত অন্য কারো সাথে সহবাসে লিপ্ত না হোক তাহলে করণীয় হলো, তার চিরনীর চুল পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে তা পুরুষাঙ্গে মেখে অথবা অন্য যে কোন ভাবে স্ত্রীর লজ্জাস্থানে রেখে সহবাস করলে সে এমন মজা পাবে যে, সে আর অন্য কোন পুরুষের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না।

সারা দিন মহিলা কি করেছে তা জানার উপায়

আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে, মহিলা সারা দিন কি করেছে তা জানবেন তাহলে পেচা পাখির কলিজা ঐ মহিলা ঘুমালে তার হাতে রাখলে সে সারা দিন যা কিছু করেছে সব কিছু বলে দিবে।

যে কোন মহিলাকে বশ করার উপায়

মেয়ে খোরগোশ এর রক্ত ও কালো বিড়ালের রক্ত একত্রে মিশিয়ে কোন মেয়ের উপর ডেলে দিলে বা তার শরীরে কোন কৌশলে লাগিয়ে দিলে সে আপনার ভালোবাসায় পাগল হয়ে যাবে। আর আপনাকে দেখা ব্যতিত ঘুমাতে পারবে না এবং আপনি যে আদেশ করবেন সে তাই করবে।

কারো ভালোবাসা পেতে হলে করণীয়

কারো ভালোবাসা পেতে হলে, নিজের জামার পকেট ধৌত করে সে পানি যাকে খাওয়াবেন সে আপনাকে অনেক ভালোবাসবে।

ঝগড়াটে মহিলাকে বশ করার উপায়

যে সমস্ত মহিলারা সব সময় ঝগড়া-ফাসাদ করে উচু বাক্যে কথা বলে তাদেরকে বশ করার জন্য করণীয় হলো হরিণের জিহবা নিয়ে ছায়া জাগা রেখে শুখিয়ে তা যে কোন কৌশলে ঐ মহিলাকে খাওয়ায় দিবে সে ইনশাআল্লাহ আর ঝগড়া-ফাসাদা করবে না এমনকি উচু আওয়াজে কথাও বলবে না।

স্ত্রীকে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়া থেকে বাচানোর উপায়

কিছু কিছু মেয়ে আছে যারা বিবাহের পরেও নিজের স্বামী বাদ দিয়ে অন্য স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, যার ফলে স্বামী থাকে পেরেশানীর মধ্যে, অনেকে তো ফিজিক্যাল রিলেশনেও লিপ্ত হয়। এদেরকে অন্য পুরুষ থেকে ফিরিয়ে স্বামীর বশে আনার উপায় হলো ঐ নারীর মাথা আছড়ানোর সময় যে চুল উঠে যায় তা সংরক্ষন করে আগুনে পুড়িয়ে মধুর সাথে মিশিয়ে পুরুষাঙ্গের মাথায় মেখে সহবাস করবে তাতে উভয়ে প্রচুর পরিমাণে মজা পাবে ও স্ত্রী স্বামীর জন্য পাগল-পারা থাকবে অন্য কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত হবে না।

স্ত্রীকে বশ করার সহজ উপায়

নিজের দুই পায়ের নখের মধ্যে যে, ময়লা থাকে তা বাহির করে যে কোন উপায়ে স্ত্রীকে খাওয়ায় দিবে ইনশাআল্লাহ স্ত্রী আপনার জন্য পাগল-পারা হয়ে যাবে আজীবন আপনার বশে থাকবে।

বিবাহিতা স্ত্রী যদি অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে

ভেড়ার পিত্তি পুরুষাঙ্গের মাথায় মেখে স্ত্রী সহবাস করলে সে আপনার জন্য পাগল-পারা হয়ে যাবে এবং অন্য কোন পুরুষের দিকে আর তাকাবে না এমনকি অন্য পুরুষও তাকে কাবু করতে পারবে না।

যে কোন মেয়েকে বশ করার উপায়

ভেড়ার পিত্তি মুখে লাগিয়ে যে কোন মহিলার সাথে দেখা করলে সে আপনার ভালোবাসায় হাবুডুবু খাবে।

মহিলাদের মনের খবর জানার উপায়

যদি কোন মহিলার উপর কোন বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহলে তার খাটের নিচে খরগোশের চরবি রেখে দিলে সে ঘুমানোর সাথে সাথে তার মনের সব কথা বলে দিবে।

যে স্ত্রী স্বামীর বাড়ি থেকে চলে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনার উপায়

আনারের ফুল নিয়ে তা শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ঘরে ধুয়া দিবে। ধুয়া দেওয়ার সময় স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করবে আর কল্পনা করবে যে, সে আসতেছে। তাহলে সে বাড়িতে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে যাবে। এক দিনে ফায়দা না হলে কয়েকদিন করবে।

স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়ার উপায়

কালো মুরগির বিট স্বামী - স্ত্রী যে ঘরে থাকে তার দরজায় লেপে দিলে তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে।

যে কোন মহিলার মাসিক রোগ সৃষ্টি করার উপায়

যে কোন মহিলাকে জীবিত উকুন যে কোন জিনিসের সাথে খাওয়ালে তার মাসিক রোগ হয়ে যাবে।

(২) ইদুরের ঝোটা খাওয়ালে মাসিক রোগ হবে।

যে কোন মহিলার মনের খবর জানার উপায়

ভেড়ীর শিংয়ে নিম্নের আয়াত পাঠ করে ফুঁক দিয়ে তা কোন মহিলার বিছানার নিচে রেখে দিলে সে তার সব গোপন কথা বলে দিবে। আয়াতটি এইঃ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا [آل عمران/٣٠]

যে কোন মেয়েকে মুহাব্বতে পাগল করার তদবীর

৫৩ টি রসুনের কুয়ার উপর আরবী হরফ ج (জিম) লিখবে, তারপর ঐ কুয়াগুলো একটি একটি করে বায়তুল খলায় রাখবে আর প্রতিটি রাখার পরে ৫৩ বার করে নিম্নের দুআটি পাঠ করবে। এভাবে এক দিনে শেষ করতে পারলে ভালো না হলে তিন দিনে করবে। তাহলে ঐ মেয়ে পাগলের মতো আপনার ঘরের দরজায় চলে আসবে। আর এটি করবে রাতে। দুআটি এইঃ

جُيُوْمُ نَقْطَلُ مَقْطًا هَيْطًا دَمُوْشُ رَبِيْدُ اَنِيْشُ وَ قَطِيْشُ اَبَا سَعِيْدٍ اَبُوْ فَرُوْمٍ جَدُّ فَرْقَهَشَ تَوَكَّلْ يَا جُيُوْمُ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ بِحَقِّ الْاَسْمَاءِ الْجَهْنَمِيَّةِ بَكَذَا

যে কোন মহিলার মাসিক আজীবনের জন্য চালু করে দেওয়া তদবীর

যদি কোন মহিলার হায়ায আজীবনের জন্য চালু করে দিতে চান তাহলে একটা তামার পাতের উপর নিম্নের হরফগুলো ও দুআটি লিখবে যার জন্য করবে তার ও তার মায়ের নাম সহ। এরপর সূরা ঝিলঝাল পাঠ করে ঐ পাতের উপর ফুঁক দিবে। এবার ঐ পাতের মধ্যে একটা ছিদ্র করবে, আর একটা কালো পাখি নিয়ে তার উপর জবাই করে দিবে তবে জবাই বাম হাত দিয়ে করবে। এরপর তা পানির মধ্যে দাফন করে রাখবে। তাহলে ঐ মহিলার মাসিক আজীবনের জন্য চালু হয়ে যাবে। হরফ ও দুআ এইঃ

ا ج ہ ز ط

وفجرنا الارض عيونا فالتقي الماء علي امر قد قدر و حملناه علي ذات الواح و دسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر بسم الله مجريها ومرساها اذا السماء انشقت واذنت لربها و حقت واذا الارض مدت والقت صلب فلاة بنت فلاة فلانة دمها توكل يا احمر يا ابن ابليس بنزف الدم من فلانة بنت فلانة بحق من خلقكم من نار السموم

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করার তদবীর

নিম্নের হরফগুলো কালো বিড়ালের কানের উপর লিখবে আর লেখার সময় বলবে, طَلِّقُوْا فلانة بنت فلانة অতঃপর তা ময়লার মধ্যে ফেলে দিবে। তাহলে আপনার উদ্দেশ্যে সফল হবে। হরফগুলো এইঃ

ا ج ہ ز ط

যে কাউকে বন্ধু বানানোর উপায়

পেঁচা পাখির চোখ আংটির মধ্যে ভরে হাতে পরিধান করে যার নাকের কাছে ধরবে সে মহিলা হোক বা পুরুষ সে আপনার বন্ধু হয়ে যাবে ও বশে চলে আসবে।

যে কারো ভালোবাসা পাওয়ার উপায়

যে কারো ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কাকের মাথা খেজুর রসে ডবিয়ে সে রস যাকে খাওয়াবে সে আপনাকে ভালো বাসবে।

যে কোন নারীর আজীবনের জন্য বিবাহ বন্ধ কেরে দেওয়ার তদবীর

আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে কোন নারীর আজীবন আর যাতে বিবাহ না হয় তাহলে নিম্নের তদবীরটি লিখে একটি শুকনা গাছের ডালে বেধে রাখবেন। আর তার বিবাহ হবে না। তদবীরটি এইঃ

اللهم احبس فلانة بنت فلان عن جميع بني ادم الى يوم الدين ابدا ابدا صى صى صى

ال ١١ هه ١ ١١ه ااا ١١ء ط ه ط ١ خ ١١ ٥ ١ه ر ل ه ٣ ١١ ه ١١١١١

চতুর্থ অধ্যায়

ঘুম বন্ধ করার বিষয়

যে কোন ব্যক্তির ঘুম বন্ধ করে দেওয়ার তদবীর

যে কোন ব্যক্তির ঘুম বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নিম্নের তদবীরটি লিখে তার খাটের যে কোন স্থানে রেখে দিলে তার ঘুম বন্ধ হয়ে যাবে। তদবীরটি এইঃ

سعكعك يا طاس

তদবীরের কারণে কারো ঘুম বন্ধ হলে তদবীর

তদবীর করে যদি কারো ঘুম বন্ধ করা হয়, তার ঘুম ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নিম্নের তদবীরটি লিখে তার বালিশের মধ্যে রেখে দিলে তার ঘুম হবে। তদবীরটি এইঃ

سلخا ملخا ارخا اروخا القوا النوم على فلان ابن فلان وقد صح و جرب

কারো ঘুম কেড়ে নেওয়ার উপায়

বাদুরের মাথা কারো মাথার নিচে রেখে দিলে তার আর ঘুম আসবে না।

যে কারো ঘুম বন্ধ করে দেওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তির ঘুম আপনি বন্ধ করতে চান তাহলে করণীয় হলো নতুন একটা ছুরি নিবেন, সন্ধার সময় ঐ ছুরিটিকে যমিনের মধ্যে গাড়বেন আর সূরা নাস পাঠ করবেন, যখনই نَاسْ (নাস) শব্দটি পাঠ করবেন সাথে সাথে ছুড়িটিকে কিছুটা যমিনে গেড়ে দিবেন এভাবে সূরা শেষ করবেন। আর যখন ছুরিটা পরিপূর্ণ যমিনে গেড়ে যাবে সাথে সাথে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করে ছুরিতে ফুঁক দিয়ে যার ঘুম বন্ধ করতে চান তার ঘুম বন্ধের নিয়ত করলেই তার আর ঘুম আসবে না। তবে ছুরিটিকে যমিনে তিন

দিনের বেশি রাখবেন না। আর যখন এই আমলকে বাতিল করতে ইচ্ছা করবেন তখন ছুরিটা যমিন থেকে উঠিয়ে সুরা নাস্‌র পাঠ করে ছুরিতে ফুঁক দিবে তাহলে তার আবার ঘুম হবে । আয়াতটি এইঃ

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ [الزمر/٣٠]

ঘুম বন্ধ করার আরো একটি তদবীর

যদি আপনি আপনার দুশমনের ঘুম বন্ধ করতে চান, তাহলে করণীয় হলো নিম্নের নকশাটি লিখে দুশমন যে স্থানে ঘুমায় সে স্থানে দাফন করে রাখবেন বা তার খাটে তশকের নিচে রেখে দিবেন। নকশাটি এইঃ

٧	٦	٣	٢
٢	٤	٦	٨
٦	٨	٢	٣
٣	٢	٩	٦

بستم خواب فلان بن فلان

ঘুম বন্ধ করার আরেকটি তদবীর

যদি কারো ঘুম বন্ধ করে তাকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করেন তাহলে করণীয় হলো, মঙ্গল বার দিন অর্ধ রজনীতে গোসল করে প্রথমে ১১ বার দুরুদে ইব্রাহীম পাঠ করে আসমানের নিচে বসে ৩৬০ বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পাঠ করে বলবেন عَقَدْتُ النَّوْمَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ এরপর আবার ১১ বার দুরুদে ইব্রাহীম পাঠ করবেন। তাহলে সে রাত থেকেই তার ঘুম বন্ধ হয়ে যাবে। আর ফুলান ইবনে ফুলান এর স্থানে যার ঘুম বন্ধ করতে চান তার ও তার পিতার নাম লিখবেন।

যে কাউকে বিভিন্ন ভয়ানক স্বপ্ন দেখানোর উপায়

যে কোন লোককে বিভিন্ন ভয়ানক স্বপ্ন দেখাতে হলে বানোরের পশম তার বিছানার নিচে রেখে দিলে সে শুধু ভয়-ভীতির স্বপ্ন দেখতে থাকবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন বিষয়

চোরকে শাস্তি দেওয়ার তদবীর

ডালিম গাছের ডাল দ্বারা এই অক্ষরগুলো মাটিতে লিখবে। তবে শর্ত হলো, ডালিমের ডাল ছুরি দ্বারা কাটলে হবে না। হাত দ্বারা ভেঙ্গে আনতে হবে। আর লেখা অবস্থায় নিম্নের আয়াতগুলো পড়তে থাকবেন এবং ঐ ডালিমের ডাল দ্বারা মাটিতে প্রহার করতে থাকবেন আর কল্পনা করবেন যে, চোরকে মারতেছি আশা করা যায় এই বাড়ির প্রভাব চোরের পিঠে অনুভব করতে পারবে। অক্ষরগুলো এইঃ ✓

ح ح ح د د د

আয়াতগুলো এইঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الجمعة/١٠]

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [البقرة/٢٥٥]

উটের শরীরের কীট দিয়ে কি করা যায়

উটের শরীরের কীট যদি কোন প্রেমিকের জামায় বেধে দেওয়া যায়। তাহলে সে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। (হায়াতুল হায়াওন বাংলা পৃ. ৭৮)

খরগোসের মগজ খেলে কি হয়

ইমাম যাকারিয়া কাযভিনী (রহ.) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সাড়ে সাত রতি খরগোশের মগজ দুইটি যব কর্পুর মিশিয়ে খেয়ে ফেল্লে। যে তাকে দেখবে তাকে ভালাবাসবে। কোন নারী তাকে দেখলে তার

প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি তার সাথে সহবাসের আবেদন করবে। (হায়াতুল হায়াওন বাংলা পৃ. ৯৯)

কোন পরিবারের মধ্যে ঝগড়া লাগানোর উপায়

বাগডাসের জিহবা কারো ঘরে রেখে দিলে ঐ পরিবারের মধ্যে সব সময় ঝগড়া দ্বন্দ্ব লেগেই থাকবে।

যৌনশক্তি বৃদ্ধি করার উপায়

ভেড়ার পুরুষাঙ্গ নিয়ে ভুনা করে খেলে এমনকি খাওয়ার পরে স্ত্রী সহবাস করলে স্ত্রী আপনার জন্য পাগল-পারা হয়ে যাবে ও যৌনশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

যে কোন পরিবারে ঝগড়া লাগানোর উপায়

যে কোন পরিবারের মধ্যে ঝগড়া লাগানোর জন্য বেজী ও ইদুরের রক্ত এক সাথে মিশিয়ে কোন ঘরে ছিটিয়ে দিলে সে ঘরের মধ্যে সব সময় ঝগড়া লেগে থাকবে।

নৌকা-জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার তদবীর

যে কোন নৌকা বা জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য এই তদবীরটি খুবই কার্যকারী। একটি কাটের তখতার উপর ط হরফটি (তোয়া) ৯ বার লিখে বলবে يَا حَرْفَ الطَّاءِ اِطْمَسْ অতঃপর ঐ কাঠ কোন ভাবে ঐ জাহাজে রেখে দিবে তাহলে ঐ জাহাজ ডুবে যাবে।

শেষ কথা

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আজ রোজ রবিবার ২৭/০৮/২০২৩ এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটির লেখা শেষ হয়েছে। তবে এই পুস্তিকা থেকে তদবীর করার অনুমতি সবাইকে দেওয়া হচ্ছে না। এই পুস্তিকা থেকে তারাই তদবীর করতে পারবে যারা আলেম ও মুফতী এবং তদবীর জগতে অন্তত ২ থেকে ৩ বছর কাজ করে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। আর যদি কেউ অবিজ্ঞতা ছাড়া, শরয়ী জ্ঞান ছাড়া এই দেখে তদবীর করে তাহলে এর গোনাহ ও দায়ভার তারই বহন করতে হবে। একেবারে নিরুপায় না হলে এই তদবীরগুলো করবে না। এই পুস্তিকায় যা কিছু লেখা হয়েছে তার কিছু বিষয় ইমাম গাজ্জালী (রহ.) এর লিখিত বই আল আউফাক থেকে লিখেছি। আর তিনি যে এক জন বড় আলেম ও গবেষক ছিলেন এর মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। তিনি এতো বড় আলেম ছিলেন যে, তাকে পঞ্চম শতাব্দির মুজাদ্দিদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাই চিন্তা করলাম যে, তিনি যেহেতু এই তদবীরগুলো লিখেছেন অনার্থক তিনি লেখেন নাই, উম্মাদের কোন কোন উপকারের জন্যই লিখেছেন। ফলে আমি ভাবলাম যে, তার লেখা এই তদবীরগুলো যারা তদবীর

জগতে কাজ করে তাদের জানা থাকা দরকার। কারণ হলো অনেক সময় রোগীর অবস্থা চরম খারাপ হতে পারে। অনেক সময় শত্রুতার সীমাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে আর মাজলুম নিরুপায় হয়ে যেতে পারে। তখন আমার মনে হয় একেবারে নিরুপায় হলে এই তদবীগুলো প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর কিছু তদবীর হায়াতুল হাওয়ান ও আমলিয়াতে আজিজিয়াত এবং শামছুল মা'য়ারেফ ও غاثة। المظلوم في كشف اسرار العلوم থেকে লেখা হয়েছে।

মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

মুহতামিম

শামছুল উলুম হাফেজিয়া ইসলামিয়া

মাদ্রাসা ও এতিমখানা ও তা'লিমুদ্দীন মহিলা মাদ্রাসা দুর্গাপুর বোয়ালমারী ফরিদপু

প্রয়োজনে কল করুণ

০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭